বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।

স্মারক নং-বাপউবো/ঋণ/সাধা-১৪০/২০০২/৫৭৪১ তারিখ ঃ- ২৩/০৭/০২।

বিষয় ঃ- কৃ-ঋণের সংরক্ষিত তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা।

প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সংগ্রহের জন্য সহজ ঋণ সরবরাহ অতি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অধিকাংশ কৃষক গরীব। প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাঁদের পর্যাপ্ত মূলধন নেই। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সমর্থিত ইউসিসিএ সমূহ ১৯৭২ সন থেকে কৃষকদের এই ঋণ চাহিদা পূরণ করে আসছে।

২। সোনালী ও জনতা ব্যাংক ইউসিসিএ গুলির ঋণ কার্যক্রমে অর্থের যোগান দিচ্ছে। ঋণ কার্যক্রমের জটিলতা পরিহারকল্পে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৯৮৩-৮৪ সন ব্যাংকিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়।

৩। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সমর্থিত ইউসিসিএ'র আওতায় ঋণ কার্যক্রম আরম্ভের পর থেকে কৃ-ঋণের সংরক্ষিত তহবিল গঠন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

৪। ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু, ঋণ পরিশোধে সামর্থহীনতা, এলাকা ত্যাগ, দেশ ত্যাগ ইত্যাদির কারণে কোন ঋণ আদায়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য হলে কৃ-ঋণের সংরক্ষিত তহবিল থেকে সমন্বয় করার উদ্দেশ্যেই কৃ-ঋণ তহবিল গঠন করা হয়।

৫। কৃ-ঋণ তহবিল সংরক্ষণ করা হলেও যথাযথভাবে এই তহবিলের অর্থ ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দীর্ঘকাল যাবত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু, এলাকা ত্যাগ ও ঋণ পরিশোধে সামর্থহীনতার ঘটনা ঘটেছে। এ সকল ঋণ কখনো আদায় সম্ভব হবে না এবং তামাদি ঋণ তহবিল থেকে সমন্বয় করা সমীচিন। সমন্বয়ের কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন না করায় অহেতুক এই সমস্ত কৃ-ঋণের হিসাব টানা হচ্ছে এবং বিরাট অংকের সুদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে।

৬। অনাদায়যোগ্য এ সকল ঋণ কৃ-ঋণ হিসাবে চিহ্নিত করে অতি জরুরী ভিত্তিতে কৃ-ঋণের সংরক্ষিত তহবিল দ্বারা সমন্বয় করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

৭। কৃ-ঋণ তহবিল গঠনের বিধান ব্যাংকিং পরিকল্পনায় বিদ্যমান থাকলেও কৃ-ঋণের খাতে সমন্বয় করার পদ্ধতিগত কোন নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়নি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃ-ঋণের সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ কৃ-ঋণ খাতে সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত বিধান সম্বলিত নীতিমালা নিম্নরূপ ঃ-

৭.১। (ক) (১) ৭ বছরের অধিক সময়ের খেলাপী ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু, এলাকা ত্যাগ, দেশ ত্যাগ উহা কৃ-ঋণ হিসাবে গন্য হতে পারে।

(২) ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারীগণ যদি বকেয়া ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয় তা হলে এ সকল ঋণ কৃ-ঋণ হিসাবে গন্য হতে পারে।

(খ) ঋণ গ্রহীতার এলাকা ত্যাগ বা নিখোঁজ জনিত কারণে বকেয়া ঋণ অনাদায়যোগ্য হলে উহা কৃ-ঋণ হিসাবে গন্য হতে পারে।

(গ) অনিবার্য কোন কারণে যেমন, অগ্নিদগ্ধ, দুর্ঘটনায় পংগুত্ব, রোগ জনিত পক্ষাঘাত গ্রস্থ বা শারিরীক অক্ষমতার কারণে বকেয়া ঋণ পরিশোধে সামর্থহীন হলে সে ঋণ কৃ-ঋণ হিসাবে গন্য হতে পারে।

৭.২। কৃ-ঋণ হিসাবে চিহ্নিত ঋণের আসল এবং সুদ পৃথকভাবে হিসাবায়িত হবে।

৭.৩। ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব সঞ্চিত (শেয়ার, সঞ্চয় ও তদীয় সুদ) ঋণ খাতে সমন্বয় করে কৃ-ঋণ বকেয়া নির্ধারণ করতে হবে।

৭.৪। কৃ-ঋণ হিসাবে চিহ্নিত বকেয়া আসল ও সুদ কৃ-ঋণ তহবিলের সংরক্ষিত অর্থ দ্বারা পরিশোধযোগ্য হবে।

৭.৫। প্রতিটি ঋণ গ্রহীতার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতির সিদ্ধান্ত সহ ম্যানেজার ও সভাপতির সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবপত্র ইউসিসিএ ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮। কৃ-ঋণ চিহ্নিত করার জন্য উপজেলা কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ-

১।	উপপরিচালক, বাপউবো, সংশ্লিষ্ট জেলা দপ্তর	সভাপতি
২।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক	সদস্য
৪।	সভাপতি, ইউসিসিএ	সদস্য
৫।	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৬।	ইউআরডিও,	সদস্য সচিব

৯। সদস্য সচিব কৃ-ঋণের সদস্য ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে ইউসিসিএ'র কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় প্রাথমিকভাবে পেশ করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় যাচাই বাছাই ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রস্তাব উপজেলা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে।

১০। উপজেলা কমিটি প্রয়োজনবোধে প্রস্তাবভিত্তিক যাচাই/পরীক্ষা করে কৃ-ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করবে।

১১। ইউআরডিও অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় পুনঃ আলোচনা ও সিদ্ধান্তক্রমে কৃ-ঋণের সংরক্ষিত তহবিলে জমাকৃত অর্থ সমন্বয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণ ও সুদ খাতে পরিশোধ করার জন্য সোনালী ব্যাংকে প্রস্তাব পাঠাবেন। ব্যাংক প্রস্তাব মত কৃ-ঋণের সংরক্ষিত তহবিল থেকে অর্থ সংশিষ্ট ঋণ হিসাবে সমন্বয় করে ইউসিসিএ'কে অবহিত করবে।

১২। ইউসিসিএ সোনালী ব্যাংক থেকে কৃ-ঋণ সমন্বয় ভাউচার প্রাপ্তির পর তালিকা ও ভাউচার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সদস্যের নামের ঋণ হিসাবে অবলোপন করবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতিকে অবহিত করণার্থে এডভাইস পাঠাবে।

১৩। উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর ব্যাংক কর্তৃক ঋণ হিসাবে সমন্বয় ও ইউসিসিএ কর্তৃক ঋণ হিসাব অবলোপনের পর কৃ-ঋণ হিসাবে চিহ্নিত ঋণের পরিমাণ ও ঋণীর সংখ্যা বাপউবো সদর কার্যালয় ও সংশিষ্ট ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

১৪। সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/=
(এ, এফ, এম, মতিউর রহমান)
মহাপরিচালক
তারিখ ঃ- ২৩/০৭/০২।

স্মারকনংঃ-বাপউবো/ঋণ/সাধা-১৪০/২০০২/৫৭৪১

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-

১। নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২। পরিচালক, বিআরডিটিআই, শালিমবাগ, সিলেট।
৩। সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন, ২২ দিলখুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৪। উপমহাব্যবস্থাপক, পল্লী ঋণ বিভাগ-২(সমবায় ঋণ শাখা), সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক, বাপউবো .... (জেলা দপ্তর, সকল)।
কৃ-ঋণের সংরক্ষিত তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা গঠিত কমিটির সদস্য সচিব ও সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের নিকট প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হলো।
৬। একান্ত সহকারী, পরিচালক(প্রশাসন/অর্থ/পরিকল্পনা/সরেজমিন/প্রশিক্ষণ), বাপউবো, ঢাকা।
৭। একান্ত সহকারী, মহাপরিচালক, বাপউবো, ঢাকা।
৮। সংশ্লিষ্ট নথি।

স্বাক্ষরিত /=
(দেওয়ান আমিনুর রহমান)
পরিচালক(সরেজমিন)
বাপউবো, ঢাকা।

তারিখ ঃ-০৯/১২/০৩।

স্মারকনংঃ-বাপউবো/সমন্ব/ঋণ-৯৫/৮৩/ ৪ ৯১

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-

১। সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা(সমন্ব), ...[illegible]...... ইউসিসিএ লিঃ, জেলা ......[illegible]......
২। সংশ্লিষ্ট নথি।

(মোঃ আব্দুল কাদের) ১৫/১২/০৩
প্রকল্প পরিচালক(সমন্ব)
বাপউবো, ঢাকা।

২৬/৩(২)